তারিখ ...2 6 OCT 2008
পৃষ্ঠা - ৮ কলাম - ২

ইনকিলাব

শিবিরের হামলায় উদীচীর সম্মেলন পণ্ড

জবিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ৪০

ফোকাস বাংলা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল ছাত্রলীগ আর ছাত্রশিবিরের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া করে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়

জবি রিপোর্টার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সংঘর্ষে উভয় দলের প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর বার্ষিকী সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায় এবং ক্যাম্পাসের সকল ক্লাস ও অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল (শনিবার) সকাল ১১টার দিকে ক্যাম্পাসের কলাভবনে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবিরকর্মী পাবেল সরোয়ারকে বেদম মারধর করে। এ ঘটনার জের ধরে শিবিরের অর্ধশত ক্যাডার একত্র হয়ে ক্যাম্পাসে শোডাউন নিয়ে বের হওয়ার সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা একত্র হয়ে শহীদ মিনারের সামনে তাদের ধাওয়া করে। শিবির ক্যাডাররা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে উভয় গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ চলে। এক পর্যায়ে শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে টিকতে না পেরে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যায়। ২ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের শাহাদাত, মো: আলী ও আইয়ুব এবং শিবিরের সালেহীন, আলী আকবর ও সোহাগের অবস্থা গুরুতর।

এদিকে, গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সভাপতি ম. হামিদ উদ্বোধনের পর প্রায় ১ ঘণ্টা অনুষ্ঠান চলে। পরে উভয় গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে তা পণ্ড হয়ে যায় এবং চলতি সেশনের ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া ছাত্রলীগের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ক্যাম্পাসের ভিতরে ও বাইরে ৫টি গাড়ী ভাঙচুর করে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি তামকুল হাসান রিপন, সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাইদ যৌথ বিবৃতিতে বলেন, অতীতেও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র শিবিরকে প্রতিহত করেছি, ভবিষ্যতেও করবো। শিবিরের স্থান জগন্নাথে নেই। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিবিরের সভাপতি নিজামুল হক নাঈম বলেন, শিবির কোন দুর্বল সংগঠন নয়, শিবিরের কর্মীরা নিয়মিত ক্যাম্পাসে যায়, তাদের আঘাত করলে পাল্টা জবাব দেয়া হবে।

উদীচী জবি সংসদের সম্মেলন অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের হামলা

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদীচী জবি সংসদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সেই সাথে হামলাকারী ছাত্রশিবির কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

গতকাল (শনিবার) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এই দাবি জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, '৭১-এর পরাজিত গোষ্ঠী যুদ্ধাপরাধীরা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অর্জন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের নির্বিকার ভূমিকা প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ডে এদের আরো উৎসাহিত করছে।

'মানবো না এ বন্ধনে মানবো না এ শৃঙ্খলে' স্লোগান নিয়ে গতকাল উদীচী জবি সংসদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় জবি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতি ম. হামিদ। এরপর একটি সুসজ্জিত র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। এতে বক্তব্য রাখেন জবি'র ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ড. আবু মোসেম সিদ্দিক, প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, উদীচী কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল আলম প্রমুখ। উদীচী সম্মেলন মঞ্চে যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল তখন ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা হামলার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলো, উদীচী কর্মীরা ও সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রশিবিরকে প্রতিহত করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এতে উদীচীর নাজমুল আজমসহ ৩ জন আহত হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সভাপতি মনজুরুল আহসান খান ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, জবি'র ছাত্রসমাজ ক্যাম্পাস থেকে সাহসিকতার সঙ্গে আমাযাত-শিবির চক্রকে প্রতিরোধ করে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তা জাতিকে উদ্দীপ্ত করবে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রসহ আরো বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।